‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

[‘আখলাকে আহমদ’ পুস্তিকাটি হযরত হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রহ.)-এর তত্তাবধানে ১৯৪৩ সনে আহমদী শিশু-কিশোরদের তালীম তরবিয়তের উদ্দেশ্যে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।]

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর পবিত্র দৈহিক গড়ন

“হযরত মসীহ্ মাওদউ (আ.)-এর দৈহিক উচ্চতা মধ্যম থেকে সামান্য উঁচু ছিল। দেহ কিছুটা ভারী এবং চোখ দু’টি ছিল বড় বড়। কিন্তু সব সময় চোখ অধঃনমিত রাখার ফলে ছোট মনে হত। তাঁর চেহারা ছিল উজ্জ্বল। তিনি প্রশস্ত-বক্ষের অধিকারী ছিলেন। কোমর সোজা ছিল, মাংশপেশী ছিল দৃঢ়, মজবুত। দেহ বা চেহারায় কোন বলি-রেখা ছিল না। গায়ের রং ছিল গোধুম বর্ণের। তিনি যখন হাসতেন, তখন তার পবিত্র-চেহারা রক্তিম বর্ণের হয়ে যেত। মাথার চুল ছিল সোজা যা কান পর্যন্ত ঝুলে থাকত, আর তা ছিল মোলায়েম ও উজ্জ্বল। তাঁর পবিত্র দাড়ি এক মুষ্ঠির চেয়ে একটু লম্বা থাকত।” (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৩১)

“তার চোখ অধিকাংশ সময় অধঃনমিত থাকত এবং নীচের দিকে ঝুঁকে থাকত।” (সিলসিলাহ আহমদীয়া: পৃষ্ঠা ১৯৪)

পোশাক-পরিচ্ছদ

সাধারণত তিনি কলার বিশিষ্ট কোট বা জুব্বা, দেশী ধাঁচের কুরতা বা কামীস এবং প্রচলিত ধর্মীয় গাম্ভির্যপূর্ণ একটু মোটা কাপড়ের পাজামা, যা সাধারণত বয়স্করা পরে থাকেন। তিনি সব সময় দেশী-জুতা পড়তেন। হাতে লাঠি রাখার অভ্যাস ছিল। মাথায় মলমল কাপড়ের সাদা পাগড়ি বাঁধতেন। আর এই পাগড়ির নিচে সাধারণত নরম রোমী টুপি থাকত। (সিলসিলাহ আহমদীয়া: পৃষ্ঠা ১৯৫)

আহার

খাবারের ব্যাপারে তিনি খুবই সাদাসিধে-রুচির অধিকারী ছিলেন। কোন জিনিসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, বরং আহার হিসাবে যা-ই জুটত, তা-ই নির্দ্বিধায় খেয়ে নিতেন এবং সাধারণত সাদাসিধে খাবার পছন্দ করতেন। খুবই কম খেতেন এবং তার শরীর সব ধরনের কাঠিন্য সহ্য করায় অভ্যস্ত ছিল।” (সিলসিলাহ্ আহমদীয়া: পৃষ্ঠা ১৯৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর পবিত্র নৈতিক-চরিত্র ও চাল-চলন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর কর্মপন্থার প্রতি শ্রদ্ধা

(১) মরহুম মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব(রা.) বলতেন, একবার দুপুরের সময় আমি ‘মসজিদ মুবারক’-এ প্রবেশ করলাম। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) একা একা গুণ-গুণ করে পায়চারি করা অবস্থায় হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত(রা.)-এর এই পঙ্‌ক্তি পড়ছিলেন–

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ فَعَمِیَ عَلَیْکَ النَّاظِرُ
مَنْ شَاءَ بَعْدَکَ فَلْیَمُتْ فَعَلَیْکَ کُنْتُ اُحَاذِرُ

অনুবাদ: ‘তুমি আমার চোখের মণি ছিলে। এখন তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তোমার পর এখন যার ইচ্ছে হয় মরুক, আমি তোয়াক্কা করি না। কেননা, আমি তো শুধু তোমার মৃত্যুকেই ভয় পেতাম।’

আমার মৃদু পদধ্বনি শুনে হযরত সাহেব তার যে হাতে রুমাল ছিল, সেই হাত নিজের মুখের উপর উঠিয়ে নিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে পড়ছিল।” (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৩)

(২) ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখনই কোন বক্তৃতায় বা কোন সভায় রসূল করীম (সা.)-এর নাম নিতেন, তখন প্রায়শই বলতেন ‘হামারে আঁ হযরত অর্থাৎ আমাদের মহানবী’ (সা.)–এমনটি বলেছেন। তেমনিভাবে, লেখা-লেখির মাঝে মহানবী(সা.)-এর নামের পর শুধু ‘সাদ অর্থাৎ (সা.) বা সালআম’ লেখতেন না বরং সম্পূর্ণ দরূদ লিখতেন অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৭)

(৩) লাঙ্গারওয়ালবাসী মির্যা দীন মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, “আমি যখনই হযরত সাহেবের সাহচর্যে ঘুমাতাম, তখন... অবশ্যই তিনি ফজরের নামাযের জন্য আমাকে জাগাতেন এবং জাগানোর পদ্ধতিটি ছিল এরূপ, পানিতে আঙুল ভিজিয়ে তা থেকে সামান্য ছিটা দিয়ে দিতেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে

ডেকে কেন ঘুম থেকে জাগান না, পানির ছিটা দিয়ে কেন জাগান? এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, "রসূল করীম (সা.)-ও এভাবেই জাগাতেন এবং বলেন, ডাক দিলে কখনও কখনও মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যেতে পারে।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২)

(৪) হযরত মির্যা বশীর আহমদ এমএ সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মপন্থা এমন ছিল যে, তিনি ছোট থেকে ছোট বিষয়েও মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করতেন।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২)

(৫) ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) সদ্‌কা হিসাবে অধিকাংশ সময়ই পশু কুরবানী করতেন। ঘরে কেউ অসুস্থ হলে বা কোন বিপদ বা সমস্যা দেখা দিলে বা নিজে বা অন্য কেউ কোন ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখলে তৎক্ষণাৎ ছাগল বা ভেড়া কুরবানী করে দিতেন।... আর বলতেন, মহানবী(সা.)-এর সুন্নতও এরূপই ছিল।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭)

পবিত্র কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

(১) হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) বর্ণনা করেন, "একবার ... শৈশবে মুবারক আহমদের দ্বারা নিজের অজান্তেই পবিত্র কুরআনের কোন অসম্মান হয়েছিল। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) এত রাগান্বিত হন যে, তার চেহারা লাল হয়ে গেল এবং খুবই রাগান্বিত অবস্থায় তিনি মুবারক আহমদের কাঁধে চড় মারলেন, এর ফলে তার কোমল দেহে তাঁর আঙুলের ছাপ পড়ে গেল এবং রাগান্বিত অবস্থাতেই বললেন, তাকে এখনই আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪)

(২) মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা তিনটি পুস্তক অনেক বেশী পড়তেন, আর তা হল, পবিত্র কুরআন, মাসনবী রূমী এবং দালায়েলুল খাইরাত এবং এ থেকে তিনি নোটও নিতেন। তিনি অধিকহারে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০)

(৩) হাফেজ নূর মোহাম্মদ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "... হাফেজ নবী বখশ সাহেব(রা.) হুযূরের কাছে হাসিমুখে নিবেদন করল, ইনি (অর্থাৎ খাকসার নূর মুহাম্মদ) অনেক ওযীফা পড়তে থাকে। এতে আমি বললাম, হুযূর আমি তো ওযীফা পড়ি না, শুধু পবিত্র কুরআনই পড়ি। এটি শুনে তিনি(আ.) হেসে বললেন, তোমার উপমা হল, এক ব্যক্তি একজনকে বলল, এই ব্যক্তি খুবই ভালো খাবার খায়, এটি শুনে সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল, আমি তো ভালো কোন খাবার খাই না, শুধু পোলাও খাই। এরপর তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কোন ওযীফা আছে কি? এটিই সবচেয়ে বড় ওযীফা।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

আনুগত্য ও অনুবর্তিতা– হুযূরের উন্নত দৃষ্টান্ত

(১) মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "আমার পিতা (হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) আমার দাদার খুবই আনুগত্য করতেন।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫)

(২) মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানুওরী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "হুযূর(আ.)-এর প্রতি যখন 'ওয়াস্‌সে মাকানাকা', অর্থাৎ- নিজের ঘর প্রশস্ত কর- এই ইলহাম হল, তখন হুযূর আমাকে বললেন, ঘর-বাড়ি বানানোর জন্য তো আমাদের কাছে টাকা নেই। এই ঐশী হুকুমটিকে এভাবে বাস্তবায়ন করে দিই যে, দুই তিনটি ছাপড়া বানিয়ে ফেলি। অতঃপর হুযূর এ কাজের জন্য আমাকে অমৃতসর পাঠালেন এবং আমি ছাপড়ার উপকরণ নিয়ে আসি এবং হযরত সাহেব নিজ বাড়িতে তিনটি ছাপড়া তৈরি করেন। বেশ কয়েক বছর এই ছাপড়া ছিল। এরপর পরবর্তীতে ভেঙে গেছে।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১)

(৩) মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানুওরী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "একবার রমযান মাসে কোন এক অতিথি এখানে হযরত সাহেবের কাছে আসে। সে-ব্যক্তি রোযাদার ছিলেন, দিনেরও অধিকাংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ... হযরত সাহেব বললেন, আপনি রোযা ভেঙে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলল, এখন... দিনের তো আর অল্পই বাকি আছে, এখন আর রোজা কি ভাঙব। হুযূর বললেন, আপনি নিজ বাহুবলে খোদা তালাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তালা বাহুবলে নয় বরং আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়; তিনি যখন বলেছেন, মুসাফির রোজা রাখবে না, তাই রাখা উচিত নয়। এটি বলার পর সেই ব্যক্তি রোজা ভেঙে ফেলে। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭)

হুযূর(আ.)-এর সাহাবীদের(রা.) মহান চমৎকার আদর্শ

(১) বাবা করীম বখশ শিয়ালকোটী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৫-০৬ এর জলসার ঘটনা: আমি মসজিদে আকসায় নামায পড়ার জন্য এসেছি। তখন মসজিদে আকসা অনেক ছোট ছিল; আমি জুতার উপরই আমার মাদুর বিছিয়ে দেই... এরই মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-ও এসে গেলেন এবং আমার পাশে নামায পড়তে লাগলেন। নামায শেষ করার পরই পাশের বাড়ির আর্যরা বিভিন্ন গালি দিতে শুরু করে। কেননা, বাড়ির ছাদেও কয়েকজন বন্ধু নামায আদায় করছিলেন। যখন গালি-গালাজ করা হচ্ছিল, তখন হুযূর মিম্বরে গিয়ে নবী করীম(সা.)-এর যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতি মানুষের পক্ষ থেকে যে অত্যাচার-নিপীড়ন করা হয়েছে, তা বর্ণনা করা আরম্ভ করেন। এতে অধিকাংশ বন্ধুরাই কান্না জুড়ে দিল। ঠিক এসময় আমি কি একটা কাজে বাজারে গেলাম। ফেরার সময় দেখি, ভীড় অনেক বেশী। ঠিক তখন হুযূরের এই বাক্য আমার কানে পড়ল 'বসে পড়'। এটি হুযূর বন্ধুদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন। আমি এই বাক্য শোনার সাথে সাথে বাজারেই বসে গেলাম এবং বসে বসেই মসজিদের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং হুযূরের বক্তৃতা শুনলাম।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪১)

(২) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.) সবসময় বলতেন, "আমি যখন জম্মুর চাকরি ছেড়ে ভেরা এসেছি, তখন আমি ভেরায় একটি বড় বাড়ি নির্মাণ করা শুরু করেছি। আর এই নির্মাণ-কাজের জন্য বিল্ডিং-এর সরঞ্জাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে লাহোর আসি। লাহোর এসে চিন্তা করলাম, যাই-

একদিন কাদিয়ান থেকেও ঘুরে আসি। যাহোক, আমি এখানে আসলাম। হযরত সাহেবের সাথে যখন সাক্ষাত করলাম, তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনি তো এখন চাকরির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত। আশা করি ... আপনি এখানে কয়েকদিন অবস্থান করবেন। আমি নিবেদন করলাম, জি হুযূর, আমি থাকব। এর কিছুদিন পর হুযূর বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনার হয়তো এখানে একা একা কষ্ট হচ্ছে, আপনার পরিবার পরিজনকে এখানে নিয়ে আসুন। আমি ভেরায় আমার পরিবারকে চিঠি লিখলাম, দালান নির্মাণ বন্ধ করে এখানে চলে আস। এরপর কোন এক সময় হুযূর আমাকে বললেন, মৌলভী সাহেব! এখন আপনি আপনার পূর্বতন দেশ ভেরার চিন্তাও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। ... তিনি বলেন, আমি মনে মনে খুবই ভীত হলাম, সেখানে কোন দিন না যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ভেরার চিন্তা মনে আসবে না, এটা কীভাবে সম্ভব। কিন্তু তিনি বলেন, খোদার এমন কৃপা যে, আজ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হয় নি যে, ভেরায়ও আমার আপন-ভবন ছিল।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩)

(৩) মরহুম মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "আমি আগে অনেক বেশী হুক্কা পান করতাম। শেখ হামেদ আলীও পান করত। কোন এক দিন শেখ হামেদ আলী হযরত সাহেবের কাছে বিষয়টি বলে ফেলল যে, ইনি খুবই হুক্কা পান করেন। পরদিন সকালে আমি যখন হযরত সাহেবের কাছে গেলাম এবং হুযূরের পা টিপার জন্য বসলাম তখন তিনি(আ.) হামেদ আলীকে বললেন, একটি হুক্কা ভালো করে সতেজ করে নিয়ে আস। শেখ হামেদ আলী যখন হুক্কা নিয়ে আসল তখন হুযূর আমাকে বললেন, নাও পান কর। আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম; হযরত সাহেব বললেন, তুমি যখন এটি পান করেই থাক, তাহলে লজ্জার কী আছে? কোন সমস্যা নেই, পান কর। আমি খুবই কষ্টে থেমে থেমে একবার পান করলাম। এরপর হুযূর বললেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্! আমি এটিকে প্রকৃতগতভাবেই ঘৃণা করি। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব সবসময় বলতেন, আমি ঠিক তখন থেকেই হুক্কা ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর এতটুকু কথাতেই হুক্কার প্রতি আমার হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩)

(৪) মৌলভী শের আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "একবার রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একজন অ-আহমদী আসলেন, যিনি খুবই অভিজাত-শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি হযরত সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন, আমার অমুক নিকটাত্মীয় অসুস্থ; হুযূর! মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব(রা.)-কে আমার সাথে রাওয়ালপিণ্ডি গিয়ে তার চিকিৎসা করার অনুমতি দিন। হযরত সাহেব বললেন, আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, আমি যদি মৌলভী সাহেবকে আগুনেও ঝাঁপ দিতে বলি, বা পানিতে ঝাঁপ দিতে বলি, তিনি কোন অজুহাত দেখাবেন না। কিন্তু মৌলভী সাহেবের আরামের খেয়াল রাখাও তো আমার উচিত।... তাই আমি তাকে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে বলতে পারছি না।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৫)

ধর্মের পথে কষ্ট-কাঠিন্য

জগতের রীতি হল, প্রত্যেক সত্যের বিরোধিতা করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথেও হুযূরের আত্মীয়-স্বজনরা অশোভন আচরণ করত। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযূর এবং তার সেবকগণ খুবই ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করতেন। হুযূর তার উদ্দীপ্ত-সাহাবীদেরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রদত্ত হল।

(১) হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এমএ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "প্রথম দিকে কাদিয়ানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে খুবই কষ্ট দেয়া হত। মির্যা ইমামুদ্দীন এবং মির্যা নিযামুদ্দীন প্রমুখের উস্কানিতে কাদিয়ানের অধিবাসী, বিশেষ করে শিখরা খুবই অত্যাচার-নিপীড়নে রত ছিল। তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন শুধু কথার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দাঙ্গা-ফাসাদ ও হানাহানি পর্যন্ত হয়ে যেত। কোন আহমদী মুসাফির যদি ভুলবশত কোন কৃষকের ক্ষেতে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য যেতেন, তাহলে অভাগারা তাকে নিজ হাতে সেখান থেকে পায়খানা নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করত। অনেক সময় অনেক-সম্মানিত আহমদী তাদের হাতে মার খেত। কোন আহমদী যদি ঢিবি থেকে মাটি নিতে যেত তখন শ্রমিকদের কাছ থেকে টুকরি ও কোদাল কেড়ে নিত এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হত। কেউ যদি সামনে কিছু বলত, তাহলে নোংরা গালি-গালাজ ছাড়াও তাকে মারতে উদ্যত হয়ে যেত। ... কিন্তু তিনি সব সময় ধৈর্য ধারণ করার কথাই বলতেন। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০)

(২) হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এমএ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেব(রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ যখন এল, তখন একদিকে একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু হারানোয় হযরত সাহেব খুবই ব্যথিত হন, অপরদিকে তার অনুসারীদের মধ্য থেকে একেক জন কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং অবশেষে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন, তবুও ঈমান হাত ছাড়া করেন নি; ঈমান ও আন্তরিকতার উন্নত-দৃষ্টান্ত দেখে তিনি আনন্দিতও হয়েছেন।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৯)

(৩) শিয়ালকোট নিবাসী হাফেজ ক্বারি মুহাম্মদ শফী সাহেবের মা মাই হায়াত বিবি সাহেবা বর্ণনা করেন, "মির্যা সাহেব যখন তৃতীয়বার শিয়ালকোট আসেন, তখন মানুষ তাঁর উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলেছে।" হাফেজ সাহেব এ বিষয়ে বলেন, "এই মহল্লার মৌলভী হাফেজ সুলতান, যে আমার শিক্ষক ছিল, ছেলেদেরকে টুকরিতে ছাই দিয়ে বিভিন্ন ছাদে চড়িয়ে দিল এবং তাদেরকে শিখিয়ে দিল, মির্যা সাহেব যখন এ পথ দিয়ে যাবেন, তখন তোমরা এ ছাই তার উপর ঢেলে দিবে। অতঃপর তারা এমনটিই ...করেছে। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৫)

(৪) হযরত মুফ্তি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর বিরোধিতায় যেসব গালি-গালাজপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত, হুযূর পৃথক একটি বস্তায় সেগুলো রাখতেন। অবশেষে এসব বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পূর্ণ একটি বড় বস্তা সবসময় তাঁর ঘরে কোন তাকে বা সিন্দুকে সংরক্ষিত থাকত।" (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৪০)

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(২য় কিস্তি)

[‘আখলাকে আহমদ’ পুস্তিকাটি হযরত হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে আহমদী শিশু-কিশোরদের তালীম তরবিয়তের উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সনে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।]

ধর্মীয় আত্মাভিমান

(১) শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বর্ণনা করেন, “একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ সফরে ছিলেন এবং লাহোর স্টেশনের পাশেই একটি মসজিদে অজু করছিলেন। হুযূরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঠিক তখন পণ্ডিত লেখরাম আসল এবং সালাম দিল কিন্তু হযরত সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। পণ্ডিত লেখরাম ভাবল হয়তোবা মির্যা সাহেব শুনতে পান নি তাই সে আরেক দিকে সরে গিয়ে পুনরায় আবার সালাম দিল। কিন্তু তিনি(আ.) এরপরও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এরপর সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, হুযূর! পণ্ডিত লেখরাম সালাম দিয়েছিল।

তিনি(আ.) আত্মাভিমানের সাথে বললেন, সে একদিকে আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ(সা.)-কে গালি দেয় আবার আমাকে সালাম দেয়!” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১)

(২) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি(রা.) বর্ণনা করেন, “১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আর্যরা যখন লাহোরে একটি সমাবেশ করেছে, যেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ উপলক্ষে হযরত সাহেবও তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ লিখে হযরত মৌলভী সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর নেতৃত্বে জামাতের কয়েকজন সদস্যকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আর্যরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজেদের প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর বিষয়ে অত্যন্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর কর্ণগোচর হয়, তখন হযরত সাহেব তার এই প্রতিনিধি দলের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আমার জামাতের সদস্যরা কেন এমন সভা থেকে উঠে চলে আসে নি। তিনি(আ.) বলেন, কোন সভায় মুহাম্মদ(সা.)-কে মন্দ বলা হবে আর একজন মুসলমান সেখানে বসে থাকবে– এটা চরম পর্যায়ের আত্মমর্যাদাহীনতা। তিনি(আ.) একথা বলার সময় রাগে তার চেহারা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল আর তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, আমার জামাতের সদস্যরা কেন ধর্মীয় আত্মাভিমান দেখাল না। তারা যখন গালি-গালাজ শুরু করেছিল, তখনই সেই সমাবেশ থেকে উঠে চলে আসা উচিত ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) বলেন, আমি তখন একবার উঠতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন(রা.)-এর কারণে বসে গেলাম।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৬)

আতিথেয়তা

(১) মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাইতুল ফিকরে শুয়ে ছিলেন আর আমি তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলাম। ঠিক তখন লালা শরমপৎ বা লালা মালওয়ামাল এসে ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন। আমি উঠে কবাট খুলতে যাই, কিন্তু হযরত সাহেব দ্রুত উঠে গিয়ে আমার আগেই শিকল খুলে দিলেন এবং এরপর এসে নিজের জায়গায় বসলেন। তিনি বললেন, দেখুন আপনি আমাদের মেহমান আর মহানবী(সা.) বলেছেন, মেহমানের সম্মান করা উচিত।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯)

(২) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওয়ারী সাহেব বর্ণনা করেন, “একবার আমি এবং আব্দুর রহীম খান সাহেব(রা.) মসজিদ মুবারকে খাবার খাচ্ছিলাম। এসব খাবার হযরত মির্যা সাহেবের ঘর থেকে এসেছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি একটি মাছির ওপর পড়ল আর আমি তৎক্ষণাৎ খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলাম। হযরত সাহেবের ঘরের এক সেবিকা এসে সেই খাবার তুলে নিয়ে যায়। হযরত মির্যা সাহেব বাড়ির অভ্যন্তরে খাবার খাচ্ছিলেন। সেই সেবিকা হযরত সাহেবকে

পুরো ঘটনা বলে দিলেন। এটি শোনামাত্রই হযরত সাহেব নিজের সামনের খাবার সেই সেবিকার হাতে তুলে দিলেন এমনকি নিজের হাতে যে খাবারটুকু ছিল তাও তুলে দিয়ে বললেন, যাও! এই খাবার নিয়ে তাকে খেতে দাও। সেবিকা আনন্দের সাথে সেই খাবার আমাদের কাছে নিয়ে এসে বলল, নিন হযরত সাহেব আপনাদের জন্য তাবাররুক পাঠিয়েছেন।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩৬)

(৩) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "মৌলভী মুহাম্মদ আলী এম এ সাহেবের জন্য হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.) নিজে সকাল বেলায় গ্লাসে দুধ ঢেলে তাতে মিস্রি মিশিয়ে তা বিশেষভাবে প্রস্তুত করে পাঠাতেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৭৭)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) আরো বর্ণনা করেন, একবার রমযান মাসে লাহোর থেকে কিছু লোক কাদিয়ান আসল। হযরত মির্যা সাহেব যখন এ সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তৎক্ষণাৎ কিছু নাস্তা নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। মেহমানগণ নিবেদন কররেন, আমরা তো সবাই রোযা। তিনি(আ.) বললেন, সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লা যে সুযোগ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে নাস্তা করিয়ে রোযা ভাঙালেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৮)

(৫) হাফেজ নবী বখশ সাহবে(রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আমি কাদিয়ান আসলাম। সেসময় বাইতুল ফিক্‌রে ছোট্ট একটি চারপাই থাকত আর সেই কক্ষে কাহওয়া প্রস্তুত করাই থাকত আর তার পাশে মিস্রিও থাকত। আমি দিনে যতবার চাইতাম কাহওয়া বা চা পান করে নিতাম। হুযূর বলতেন, ঠিক আছে আরো পান কর।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪৪)

(৬) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, তার পিতা বর্ণনা করেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাইরে একই দস্তরখানে সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে খাবার খেতেন। এতে করে অন্যদের মতই কাশ্মিরীরাও খাবার পেত। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) খাবার পরিবেশককে নির্দেশ দিলেন, কাশ্মীরের লোকরা সাধারণত একটু বেশী খাবার খেতে অভ্যস্ত তাই তাদেরকে বেশী করে খাবার দিবে। এরপর থেকে আমরা বেশী করে খাবার পেতাম। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮২৪)

(৭) হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "এক রাতের কথা, কিছু মেহমান আসল, যাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) এদেরকে কোথায় ঘুমোতে দেয়া যায় এ নিয়ে খুবই বিচলিত হচ্ছিলেন। তখন মেহমানকে সম্মান করার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) পাখির একটি গল্প শুনালেন। তিনি বলেন, একদা একজন মুসাফির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকার রাত ছিল আশপাশে কোন বাড়ি-ঘরও দেখা যাচ্ছিল না। এই নিরুপায় মুসাফের তখন রাত কাটানোর জন্য একটি গাছের নিচে বসে রইল। সেই গাছের উপরে একটি পাখির বাসা ছিল। পাখি তার সঙ্গিনীকে বলল, দেখ! আমাদের বাসার নিচে এই মুসাফের মাটিতে বসে আছে। সে আজ আমাদের মেহমান। তার আতিথেয়তা করা আমাদের দায়িত্ব। সঙ্গিনী তখন এতে একমত হয়ে পরামর্শ করতে লাগল। শীতের রাত, আমাদের মেহমানের নিশ্চয় আগুনের প্রয়োজন অথচ আমাদের কাছে তো তেমন কিছুই নেই। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, চল আমরা আমাদের বাসা ভেঙে নিচে ফেলে দিই যেন এটিকে জ্বালিয়ে উত্তাপ গ্রহণ করতে পারে।

অতঃপর তারা এমনটিই করল এবং সেই বাসার সব খরকুটা নিচে ফেলে দিল। সেই মুসাফের এটিকে লুফে নিল আর এসব খড়কুটা একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ গ্রহণ করতে লাগল। তখন গাছের সেই পাখির জোড়া আবার পরামর্শ করতে লাগল যে, আমরা তো আমাদের মেহমানকে আগুনের ব্যবস্থা করে দিলাম, যার মাধ্যমে মুসাফের উত্তাপ গ্রহণ করছে। কিন্তু আমাদের তো তাকে কিছু খাবারও দেয়া প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই চল আমরা নিজেরাই এই আগুনে ঝাপ দেই যেন মুসাফের আমাদেরকে পুড়িয়ে আমাদের মাংস খেতে পারে। অতঃপর তারা উভয়ে এমনই করল এবং অতিথির আতিথেয়তার ব্যবস্থা সুচারুরূপে করল।" (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৮৬)

(৯) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বেশ কিছুদিন দু' বেলার খবার মেহমানদের সাথে বাইরে খেতেন। খাবার খওয়ার সময় কখনও কখনও আব্দুল করীম সাহেব বলতেন, এখন আচার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে আর কোন সেবকের দিকে ফিরে আচার দিতে ইশারা করতেন। হুযূর নিজেই তৎক্ষণাৎ দস্তরখানা থেকে উঠে বাইতুল ফিকরের ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যেতেন আর আচার নিয়ে আসতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৯৯)

(১০) শেঠি গোলাম নবী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি প্রথম যখন কাদিয়ান আসি, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) উপর তলায় থাকতেন। আমি গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বললাম। হযরত সাহেব উত্তর দিয়ে করমর্দন করে বললেন, বসুন। আমি চারপাই বা চকিতে বসে পড়লাম। হযরত সাহেব সিন্দুক খুলে মিস্রি বের করে গ্লাসে দিলেন, এরপর পানি ঢেলে কলম দিয়ে মিস্রি মিশিয়ে তার পবিত্র হাতে আমাকে সেই শরবত পান করতে দিলেন। তিনি বললেন, আপনি গরমের মাঝে এসেছেন, এই শরবত পান করে নিন'। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬৮)

অনুসারীদের সাথে আচরণ

(১) মৌলভী শের আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা

করেন, এমনিতে হযরত সাহেব সকলকেই খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু আমি অনুভব করতাম, তিনি(আ.) মুফ্‌তি সাহেবকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। মুফ্‌তি সাহেবর উল্লেখ যখনই হত, তখনই তিনি বলতেন, 'আমাদের মুফ্‌তি সাহেব'। আর মুফ্‌তি সাহেব যখন লাহোর থেকে কাদিয়ান আসতেন, তখন হযরত সাহেব তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হতেন।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের পর তার কোন ভক্ত কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর নিকট আব্দুল লতীফ সাহেবের কিছু চুল নিয়ে আসে। সেই চুল তিনি(আ.) একটি ছোট বোতলে রেখে তাতে কস্তুরি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে রেখে দেন। এরপর এই শিশিটিতে সুতা বেঁধে বাইতুদ দোয়ার একটি খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দেন। এসব কাজ তিনি এমনভাবে করেছিলেন যে, স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি এই চুলকে তাবাররুক মনে করতেন আর বাইতুদ দোয়াতে হয়তো একারণে ঝুলিয়েছেন যেন, দোয়ার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

(৩) শেঠি গোলাম নবী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, যখন আইনায়ে কামালাতে ইসলাম ছাপা হচ্ছিল, তখন আমি কাদিয়ান এসেছি আর যখন আমি ফিরে যাচ্ছিলাম তখন পর্যন্ত এই পুস্তকের আশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশিত অংশটুকুই আমি নিজের সাথে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম আপত্তি করলেন যে, পুস্তক সম্পূর্ণ ছাপা না হলে দেয়া যাবে না। তখন হুযূর(আ.) বললেন, যতটুকুই ছেপেছে, তা মিঞা গোলাম নবী সাহেবকে দিয়ে দাও আর নোট করে নাও, পরবর্তীতে অবশিষ্টাংশ পাঠানো হবে। আর আমাকে বললেন, সম্পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এটি প্রচার করবে না।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

(৪) ফয়জুল্লাহ্ চক নিবাসী হাফেজ নবী বখশ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমার ছেলে আব্দুর রহমান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিস ছিল। সে মারা গেল। আমি খবর পেয়ে কাদিয়ান আসলাম আর মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব জানাযা নামায পড়ালেন। এরপর আমি ফয়জুল্লাহ চকে ফিরে গেলাম। এরপর পরবর্তী শুক্রবার কাদিয়ান আসলাম। আমি মসজিদ মুবারকে গেলাম। যখন হুযূরের স্নেহের দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল হুযূর বললেন, সামনে চলে আস। হুযূর একথা বলা মাত্রই সবাই আমার জন্য রাস্তা করে দিল। আমি বসা মাত্রই হুযূর অত্যন্ত ভালবাসার সাথে বললেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি আপনার সন্তানের মৃত্যুতে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর বিনিময়ে আমি আরো উত্তম প্রতিদানের জন্য দোয়া করর। অতঃপর এই দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তালা আমাকে আরেকটি পুত্র-সন্তান দান করলেন।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১)

(৫) মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসলাম। আমার সাথে আমার সম্মানিতা মা-ও ছিলেন। হযরত সাহেবের হাতে বয়াত নেয়ার উদ্দেশ্যে আমার মা ভেরা থেকে আসছিলেন। আর এবছরই তিনি হযরত সাহেবের হাতে বয়াত করেছিলেন। আমরা যখন ফিরে যেতে লাগলাম, তখন হযরত সাহেব আমাদের টমটমে উঠার জায়গা পর্যন্ত গেলেন। তিনি আমাদের জন্য খাবারও আনালেন যেন আমরা সাথে নিয়ে যেতে পারি। লঙ্গরখানার লোকরা খাবার কোন কাপড়ে বেঁধে দেয় নি। এটি দেখে হযরত সাহেব নিজের পাগড়ির প্রায় এক গজ কাপড় ছিড়ে এতে রুটিগুলো বেঁধে দিলেন। (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৪৫)

উপঢৌকনের কৃতজ্ঞতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের জন্য যখনই কোন ব্যক্তি কোন উপঢৌকন নিয়ে আসত তখন তিনি(আ.) তার অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আর বাড়িতেও তার আন্তরিকতার উল্লেখ করতেন আর বলতেন, অমুক ব্যক্তি এই জিনিষটি পাঠিয়েছে। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১৩)

শত্রুর সাথে আচরণ

(১) হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) বর্ণনা করেন, "একবার মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের প্রচণ্ড জ্বর হয়। তার মাথায়ও এর প্রভাব পড়ে। তখন কোন ডাক্তার বা চিকিৎসকও এখানে ছিল না। মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের স্বজনরা যখন হযরত সাহেবকে খবর দিলেন, তখন তিনি কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন আর যতদূর সম্ভব চিকিৎসা করলেন। এতে রোগির উপকারও হল। অথচ তখন চরম শত্রুতা ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১১)

(২) মৌলভী শের আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, মার্টিন ক্লার্কের মামলায় মৌলভী ফজলুদ্দীন লাহোরী হুযূরের পক্ষে উকীল ছিলেন আর এ ব্যক্তি অ-আহমদী ছিলেন। হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেয়ার জন্য মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী যখন উপস্থিত হল, তখন মৌলভী ফজলুদ্দীন হযরত সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেবের পূর্বপুরুষের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করব। হযরত সাহেব কঠোরভাবে বারণ করে বললেন, আমি কখনও এর অনুমতি দিচ্ছি না। তিনি আরো বললেন, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিস্‌সূ' মন্দ কর্মের প্রকাশ আল্লাহ্ তালা পছন্দ করেন না। এ কথায় তার উপর খুবই প্রভাব পড়ে। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)

দান-দক্ষিণা

(১) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব একবার বাহির থেকে বাড়ির অভ্যন্তরে যাচ্ছিলেন তখন কোন এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু সাহায্য

চাইল। কিন্তু সেসময় অন্যান্যদের কথা বলার কারণে তিনি সেই ভিক্ষুকের আওয়াজ শুনতে পান নি। কিছুক্ষণ পর তিনি(আ.) বাইরে এসে বললেন, কোন ভিক্ষুক সাহায্য চেয়েছিল, সে কোথায়। সবাই তখন তাকে খুঁজল, কিন্তু পেল না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই ভিক্ষুক নিজেই আবার আসলেন। তখন হযরত সাহেব তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি অনুভব করলেন, যেন মাথা থেকে একটি ভারি বোঝার অপসারণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি দোয়াও করেছিলাম যেন আল্লাহ্ তালা এই ভিক্ষুককে ফিরিয়ে আনে। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮)

(২) কারী হাফেজ মুহাম্মদ শফী সাহেবের মা মাঈ হায়াত বিবি সাহেবা বর্ণনা করেন, তিনি(আ.) যখন প্রথমবার শিয়ালকোটে এসেছেন এবং এখানে চাকরী-জীবন কাটিয়েছেন, তখন যে বেতন তিনি পেতেন, তা তিনি সেই মহল্লার বিধবা ও অভাবীদের মাঝেই বিতরণ করে দিতেন। তাদেরকে কাপড় বানিয়ে দিতেন বা নগদ অর্থ দিতেন। বেতন থেকে শুধুমাত্র খাবার খরচটুকু রেখে দিতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৫)

দিয়ানতদারী ও সততা

(১) মিঞা আব্দুল্লাহ সানুরী(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কাদিয়ানের উত্তর দিকে হাঁটতে বেরুলেন আমি এবং শেখ হামেদ আলী সাহেব সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি ক্ষেতের পাশে বড়ই গাছ ছিল আর বড়ই ধরে ছিল। সেই গাছের একটি পাকা বড়ই রাস্তায় পড়ে ছিল। হাঁটার মাঝেই আমি সেটি উঠিয়ে খেতে লাগলাম। হযরত সাহেব বললেন, খেও না, বরং সেখানেই রেখে দাও। এর কোন না কোন মালিক অবশ্যই আছে। মিঞা সাহেব বর্ণনা করেন, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন বড়ই গাছের কোন বড়ই সেই জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া খাই নি। কেননা, আমি যখনই কোন বড়ই গাছের দিকে তাকাতাম, তখনই আমার এই ঘটনা মনে হয়ে যেত। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪)

কু-ধারণা পরিহার কর

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) প্রায় সময়ই বলতেন, একজন বান্দার উচিত সর্বদা খোদা তা'লার ব্যাপারে সুধারণা রাখা। সকল ভ্রান্ত মতবাদের গোড়া হল আল্লাহ্ তালা সম্পর্কে কু-ধারণা। খোদা তালা বলেন, যালিকুম যান্নুকুম আল্লাযী যানানতুম বিরাব্বিকুম আরদা-কুম। অর্থাৎ হে অস্বীকারকারীগণ! তোমরা খোদা তা'লা সম্পর্কে যে কু-ধারণা করেছ, তা-ই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তেমিনভাবে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনা ইনদা যান্নি আব্দী বী অর্থাৎ খোদা তা'লা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা করবে, আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করব।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮৪)

সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও মমতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল(রা.) সাহেব বর্ণনা করেন, একবার মিঁয়া সাহেব [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)] দালানের দজরা বন্ধ করে পাখি ধরছিলেন। হযরত সাহেব জুমআর নামাযের জন্য বের হবার সময় তাকে দেখে ফেললেন আর বললেন, মিয়া! ঘরের পাখি ধরতে হয় না; যার মাঝে দয়া-মায়া নেই তার মাঝে ঈমান নেই। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)

(২) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার একটি মোটা কুকুর হযরত মসীহ্ মাওদউ(আ.)-এর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন আমরা (ছোটরা) চিন্তা করলাম, দরজা বন্ধ করে আমরা এটিকে মারব। কিন্তু কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল তখন হযরত সাহেবও ঘটনা বুঝে গেলেন এবং আমাদের এই কাজে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, অতঃপর আমরা দরজা খুলে কুকুরটিকে ছেড়ে দিলাম। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১)

(৩) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেবকে কোন এক ছোট্ট বালক জিজ্ঞেস করল, তোতা পাখি কি হালাল? তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যদি খাওয়ার উদ্দেশ্যে তোতা পাখি শিকার করি, তাতে কোন সমস্যা আছি কিনা। হুযূর(আ.) বললেন, মিয়া! হালাল এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বল তো, সব প্রাণি কি খাওয়ার জন্যই হয়? অর্থাৎ খোদা তা'লা সব প্রাণি শুধুমাত্র খাবারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। বরং কোন কোন প্রাণিকে দেখার জন্য এবং জগতের সৌন্দর্যের জন্যও সৃষ্টি করেছেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

(চলবে)

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(৩য় কিস্তি)

নিজ হাতে কাজ করা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ঘরের কোন কাজ করতে সংকোচ বোধ করতেন না। চারপাই বা খাট নিজেই লাগিয়ে নিতেন বিছানা-পত্র নিজেই বিছিয়ে নিতেন। কখনও যদি হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হত তখন ছোট বাচ্চারা চারপাইতে ঘুমিয়ে থাকলেও তিনি চারপাইয়ের একপাশে ধরতেন অন্যজন্য অপরপাশে ধরে আলতোভাবে বারান্দায় নিয়ে রাখতেন। কেউ যদি এমন পরিস্থিতিতে বা সকালে বাচ্চাদেরকে জোরে ডেকে উঠাতে চাইত তখন তিনি(আ.) তাদেরকে বারণ করে বলতেন, এভাবে হঠাৎ সজোরে ধাক্কা দিলে বা চিৎকার করলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডেকে তাদেরকে উঠাও। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯)

(২) কপুরথলা নিবাসী মিয়া ফাইয়ায আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আকদাস তার পবিত্র হাতে বাড়ির অভ্যন্তর থেকে খাবার নিয়ে এসে আমাদের সাথে বসে খাবার খেতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২৭)

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব মিসওয়াক করা খুবই পছন্দ করতেন। তিনি বাবলা গাছের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। অজুর সময় শুধু আঙ্গুল দিয়েই মিসওয়াক করে নিতেন। কয়েকবার আমাকে দিয়েও আনিয়েছেন আমি ছাড়া অন্যান্য খাদেমদের দ্বারাও আনাতেন। তিনি(আ.) কখনও কখনও নামায ও অজু ছাড়াও মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) পরিধেয় কাপড়ের ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছি। আমি কখনোই কোন কাপড়ে ঘামের দুর্গন্ধ পাই নি। (অর্থাৎ তিনি অসাধারণভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার প্রতি খেয়াল রাখতেন)। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২৬)

(৩) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাড়িতে যখনই প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে টয়লেটে যেতেন তখন নিজের সাথে অবশ্যই লুটা নিয়ে যেতেন। শুধু তাই নয় তিনি টয়লেটেরে ভিতরে থেকে হাত পরিস্কার করে আসলেও বাইরে এসে আবার ভালো করে হাত পরিস্কার করতেন। এছাড়াও হযরত মির্যা বশীর আহমদ এমএ(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের রীতি ছিল, পবিত্র হয়ে বাইরে এসে একবার পরিস্কার পানি দিয়ে হাত ধুতেন এরপর হাতে মাটি ঘষে পুনরায় হাত পরিস্কার করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮১)

সরলতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমি পচিশ বছর ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) অভ্যাস, চাল-চলন এবং জীবনাদর্শকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের সুযোগ পেয়েছি। গৃহাভ্যন্তরেও এবং ঘরের বাইরেও আমার সারা জীবনে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ছাড়া আর কাউকে এমন অকৃত্রিম গুণাবলীর অধিকারী দেখি নি। হুযূরের কোন কথা, কাজ, উঠা-বসা কোন কিছুতে কৃত্রিমতার গন্ধও আমি অনুভব করি নি। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩০)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) কখনও কখনও ঘরে খালি পায়ে পায়চারি করতেন। বিশেষভাবে যদি শক্ত কার্পেট বিছানো থাকতো তাহলে তিনি খালি পায়ে পায়চারি করতেন এবং লেখালেখির কাজও করতে থাকতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১৯)

(৩) মুন্সি আব্দুল আযীয(রা.) বর্ণনা করেন, একদা... হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, আজ আমরা বাগানের দিকে ঘুরতে যাবো। অতঃপর তখনই বেরিয়ে গেলেন। বাগানে দু'টি খাট বিছানো ছিল। বাগানের পরিচারক দু'টি বড় টুকরি ভরে তুঁত ফল হুযূরের সামনে রেখে দিল। হুযুরের ভক্তরা খাটে বসে গেল আর এই পরিবেশটি এমনই অকৃত্রিম ছিল যে, হুযূর পায়ার দিকে বসে ছিলেন আর অন্যরা খাটিয়ায় বসে তুঁত খাচ্ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রচণ্ড গরমের সময়ে দুপুরের সময় কিছু বন্ধু হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য ভেতরে আসল যেখানে হুযূর লেখালেখির কাজে রত ছিলেন। সেই কক্ষে কোন পাখাও ছিল না। কতিপয় ভক্ত নিবেদন করল, হুযূর কমপক্ষে পাখা লাগিয়ে নিন যেন গরমের সময় একটু স্বস্তি হয়। হুযূর বললেন, তখন যেখা যাবে মানুষের ঘুম আসবে আর কাজ করতে পারবে না। আমি তো এমন স্থানে কাজ করতে চাই যেখানে গরমে মানুষের তেল বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

(৫) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) যখন কয়েকজন অনুসারীকে সাথে নিয়ে বাবা গুরু নানকের চোলা দেখার জন্য ডেরা বাবা নানকে গেলেন তখন সেখানে একটি বড়ই গাছের নিচে কাপড় বিছিয়ে হুযূর ও জামাতের সদস্যবৃন্দ বসে গেলেন। সফর সঙ্গী হিসাবে মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবও ছিলেন। গ্রামের লোকেরা হুযূরের কথা শুনে সেখানে একত্র হতে লাগল। এদের মাঝে যারা প্রথমে এসেছে

তাদের কতিপয় লোক মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবকে মসীহ্ মাওউদ ভেবে তার সাথে করমর্দন করে বসে পড়ে। তিন চার জনের করমর্দন করার পর বুঝা গেল কোন ভুল বুঝা বুঝি হচ্ছে। এরপর যে-ই মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের সাথে করমর্দনের জন্য আসত তিনি হুযূরের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিতেন, ইনি হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ(আ.)। (সীরাতুর মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯৭)

নোট: কখনও কখনও মহানবী(সা.)-এর বৈঠকেও এমন ভুল বুঝা-বুঝির উদ্রেক হত। নবীদের বৈঠক যেহেতু একেবারে সাধারণ এবং সব ধরনের কৃত্রিমতা থেকে পবিত্র থাকে এবং সবাই ভালোবাসার সাথে একসাথে বসে থাকে তাই অচেনা কেউ কখনও কখনও সাময়িক দ্বিধার শিকার হয়ে যান।

(৬) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, সেসব পুস্তক যা সর্বদাই হযরত সাহেবের দৃষ্টির সামনে থাকত, এছাড়া লেখালেখির সকল কাগজপত্র বাস্তার মাঝে বেঁধে রাখা হত। কোন কোন সময় তিন বস্তা কাগজও জামা হয়ে পড়ত আর সাধারণত দুই বস্তা তো থাকতোই। এসব বস্তা সেলাই করা ছিল না। বরং চারকোণা কাপড়ের মাঝে কাগজ বা পুস্তকাদি রেখে উভয় দিক থেকে গিট দিয়ে দিতেন। আর লেখা লেখির সময় তার বিছানাই তাঁর অফিসে পরিণত হত। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৭)

আচরণ

নবীরা আধ্যাত্মিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া ছাড়াও জাগতিক অনেক গুণাবলীর অধিকারীও হয়ে থাকেন। মোটকথা তারা সকল ক্ষেত্রে নিজ অনুসারীদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকেন। এসব গুণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল, রসিকতার গুণ। আর এর কারণে মানুষের মাঝে একটি প্রাণচাঞ্চল্যতা বিদ্যমান থাকে। তার মন-মস্তিষ্কে এক প্রফুল্লতা বিরাজ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 'কানা রাসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ইউমাযেহু ওয়া লা ইয়াকূলু ইল্লাল হাক্কা' অর্থাৎ নবী করিম (সা.)-ও রসিকতা করতেন কিন্তু রসিকায় সবসময় সত্য কথাই বলতেন, শালিনতাকে কোনক্রমেই বিসর্জন দিয়ে হাসি ঠাট্টা করতেন না। হযতর মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনিতেও আমরা হাসি, উৎফুল্লতা, রসিকতার উদাহরণ দেখতে পাই। যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল:

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, কখনও কখনও হুযর(আ.) কোন হাসির কথায় হাসতেন আর খুব হাসতেন। আমি দেখেছি, হাসির কারণে তাঁর চোখে পানি চলে আসত যে পানি তিনি আঙ্গুল বা কাপড় দিয়ে মুছে নিতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন আজে বাজে কথা বা হাসি তামাশামূলক কথায় হাসতেন না বরং এমন কোন কথা যদি কেউ বলত তিনি তাকে বারণ করে দিতেন। আমি একবার ঠাট্টামূলক কোন বাক্য কারো বরাতে বলেছি তখন তিনি কাছেই চারপাই-তে শুয়ে ছিলেন, তিনি হুঁ হুঁ কওে নিষেধ করতে করতে উঠে বসে পড়লেন এবং বললেন, এটি গুনাহর কাজ। (সীরাতুল মাহদী: তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

(২) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তখনও বালকই ছিলাম, একবার আমাদেও আম্মা অর্থাৎ হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) রসিকতা করে কিছু পাঞ্জাবী বাক্য বলে সেগুলোর উর্দূ সমার্থক শব্দ জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তখন আমি মনে করতাম, কোন শব্দকে একটু দীর্ঘ করলেই বুঝি উর্দূ হয়ে যায়। স্বরচিত এই নিয়মানুযায়ী আমি যখন উল্টা পাল্টা উত্তর দিতাম তখন আম্মা খুবই হাসতেন এবং আমার পিতাও পাশে দাঁড়িয়ে হাসতেন। তেমনিভাবে হযরত সাহেবও দু' একটি পাঞ্জাবী শব্দ বলে সেগুলোর উর্দূ জিজ্ঞেস করে। এরপর আমার উত্তর শুনে তিনি খুব হাসেন। আমার মনে আছে, তখন আমি 'কুত্তা' শব্দের উর্দূ 'কূতা' বলেছিলাম আর এই উত্তর শুনে হযরত সাহেব অনেক হেসেছিলেন। (সীরাতুল মাহদী: তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৮)

(৩) হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) খুবই উৎফুল্ল প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। কখনও কখনও নিজে থেকেই কৌতুক করা শুরু করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

(৪) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন আহমদ এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর জীবদ্দশায় আমাদের বাড়িতে একজন মহিলা সেবিকা ছিল, তার নাম ছিল মেহরু। সেই বেচারী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত এবং যেসব শব্দ খানিকটা উচুঁ সমাজে ব্যবহার হত সেগুলো বুঝত না। একবার হযরত সাহেব তাকে বললেন, একটি খিলাল নিয়ে আস। সেই মহিলা দ্রুত ছুটে গেল এবং ঔষধ বাটার পাথরের পুতা নিয়ে আসল; এটি দেখে হযরত সাহেব খুবই হাসেন এবং হাসতে হাসতে আমার মা হযরত উম্মুল মোমেনীনকে বললেন, দেখ, আমি খিলাল চেয়েছি আর সে কী নিয়ে এসেছে! এই মহিলারই আরেকটি ঘটনা রয়েছে, একবার লিপিকার মিঞা গোলাম মুহাম্মদ অমরিতসরী দরজারয় কড়া নেড়ে বললেন, হযরত সাহেবকে বল 'কাতেব' অর্থাৎ লিপিকার এসে গেছে। এই সংবাদ নিয়ে সে হযরত সাহেবের কাছে গেল এবং বলল, হুযূর 'কাতেল' অর্থাৎ হত্যাকারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আর আপনাকে ডাকছে। হযরত সাহেব এটি শুনে খুবই হাসেন।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৭)

(৫) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) কখনও কখনও সন্তাদের সাথেও খুনটুসি বা মজা করতেন। যেমন কোন বাচ্চার পাজামার নিচের অংশ ধরে রেখে চুপ করে থাকতেন। আবার বাচ্চা যদি শুয়ে থাকত তখন হঠাৎ এসে পা ধরে পায়ের তালুতে কুতকুতি দিতেন। (হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন আহমদ এম.এ. (রা.) বর্ণনা করেন, এই যে পাজামার শেষ মাথা ধরে চুপ করে থাকতেন– এই ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছে।) (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১)

(৬) হাফেজ নূর মুহাম্মদ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি এবং হাফেজ নবী বখশ সাহেব যখন হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলাম তখন এশার নামাজের পর হযরত সাহেব মুচকি হেসে হাফেজ নবী বখশ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মিঞা নবী বখশ আপনি কোথায় শোবেন? মিঞা নূর মুহাম্মদ তো কবরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে!" আসল কথা হল, তখন আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম আমার ঠিক নিচেই একটি বেণুবাঁশ পড়ে ছিল। এটি দেখে হযরত সাহেব কৌতুক করে এমনটি বলেছেন। কেননা প্রচলিত আছে, মৃত ব্যক্তিকে বেণুবাঁশ দিয়ে মেপে সে হিসাবে কবর প্রস্তুত করা হয়।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৭)

(চলবে)

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(৪র্থ কিস্তি)

অন্যের মনস্তুষ্টি করা এবং মন না ভাঙ্গা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতে কিছু কিছু বিষয় খুবই স্পষ্ট ছিল, তার মাঝে অন্যতম হল, তিনি কখনও কারো মনে আঘাত দেয়া পছন্দ করতে না। আর তিনি এ বিষয়ে সচেতন থাকতেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে বারণ করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, তাঁর জীবনীর এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে, তিনি সর্বাত্মকভাবে অন্যদের মনস্তুষ্টি করতেন এবং কারো মনে আঘাত দিতেন না। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫০০)

(২) সায়্যেদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, “একবার আমার এক শাগরেদ আমাকে একটি দামী কাঠের লাঠি উপহার হিসাবে দিয়েছে। আমি ভাবলাম, আমি এই লাঠিটি হযরত আকদাসের খেদমতে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়ে দিব। অতঃপর আমি কাদিয়ান গিয়ে সকাল বেলায় যখন হুযূর আকদাস প্রাত:ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন তখন এই লাঠিটি পেশ করলাম। কিন্তু হুযূরের হাতে যে লাঠিটি ছিল তা তুলনামূলকভাবে আমার দেয়া লাঠির চেয়ে অনেক সুন্দর ও উন্নত ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম হয়তবা আমার এই লাঠিটি গ্রহণীয় হবে না। কিন্তু হুযূর আকদাস অত্যন্ত স্নেহের সাথে এটিকে গ্রহণ করে দোয়া করলেন। এরপর তিন চারদিন হুযূর আমার দেয়া লাঠিটি নিয়ে প্রাত:ভ্রমণে গেলেন এটি দেখে আমর মন ভরে যায় এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে।” (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪৯)

(৩) মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব উজলভী(রা.) বর্ণনা করেন, একদিন দুধে পূর্ণ একটি পাত্র হুযূরের শিয়রে রাখা ছিল। আমি এটিকে পানি মনে করে পাত্র ধুওয়ার সময় যেভাবে নাড়া হয় আমি সেভাবে নেড়ে ফেলে দিলাম। ফেলে দেয়ার সাথে সাথে যখন বুঝলাম, আমি খুবই অনুতপ্ত হলাম। কিন্তু হুযূর খুবই স্নেহ ও আদরের সাথে বললেন, ভালই হয়েছে আপনি এটি ফেলে দিয়েছেন, হয়তো এতক্ষণে এই দুধ নষ্টই হয়ে গিয়েছিল। একথা তিনি কয়েকবার বললেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৭)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রাথমিক দিনগুলোর কথা- সম্মানিত পিতা অর্থাৎ মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) নিজের একটি ব্যবহৃত কোট আমার খালাত ভাই সায়্যেদ মুহাম্মদ সাঈদকে কাজের মহিলাকে দিয়ে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। সায়্যেদ সাঈদ সাহেব তখন কাদিয়ানে ছিলেন। মুহাম্মদ সাঈদ খুবই অবজ্ঞার সাথে সেই কোট ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, “আমি কোন ব্যবহৃত জিনিস পরিধান করি না”। সেই মহিলা যখন কোটটি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? মহিলা উত্তরে বলল, মীর সাহেব এই কোট মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এই বলে এটি ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি ব্যবহৃত কাপড় পরেন না। হযরত সাহেব বললেন, এতে মীর সাহেব মনঃকষ্ট পাবেন। তুমি এই কোট আমাকে দিয়ে যাও, আমি পরব। আর মীর সাহেবকে বলে দিও আমি এটি রেখে দিয়েছি।” (সীরাতুর মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩২)

(৫) মাস্টার আল্লাহ দাত্তা সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার লাহোর আহমদীয়া বিল্ডিংস-এ হুযূর আকদাস অবস্থান করছিলেন, শরকপুর ভেনী থেকে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। ভক্তবৃন্দের এত ভিড় ছিল যে, সেই বৃদ্ধ হুযূর আকদাস পর্যন্ত পৌছতেই পারল না। তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, হুযূর আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম। হুযূর আকদাস বললেন, বাবা জি কে সামনে আসতে দাও। কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি ঠিকভাবে উঠতে পারে নি। এটি দেখে হুযূর বললেন, বাবাজির কষ্ট হচ্ছে, এরপর হুযূর নিজে উঠে গিয়ে তার কাছে বসলেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪০)

শেখা ও শেখানো

(১) মিঞা আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, তখনও হুযূর বয়াত করানো শুরু করেন নি। একবার হযরত আকদাস সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর আপনি আমার বয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, পীরের কাজ ঝাড়ুদারের কাজের ন্যায়। নিজ শিষ্যদের ময়লা বের করে করে পরিষ্কার করতে হয় আর আমি এই কাজে কষ্ট অনুভব করি। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর তাহলে কোন একটা সম্পর্ক তো থাকা চাই। আমি আসি আর এভাবে থেকেই চলে যাই। হুযূর বললেন, ঠিক আছে তুমি আমার শাগরেদ হয়ে যাও আমি তোমাকে পবিত্র কুরআনের অর্থ পড়াবো। ... হুযূর আমাকে সপ্তাহে এক আয়াতের সাবলিল অর্থ পড়িয়ে দিতেন। আর কখনও কখনও কোন আয়াতের সামান্য তফসীরও বলে দিতেন। একদিন বললেন, মিঞা আব্দুল্লাহ! আমি তোমাকে পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলী বিশদভাবে

না বলার কারণ হল, আমি তোমার মাঝে তা সহ্য করার ক্ষমতা দেখি না। মিঞা আব্দুল্লাহ সাহেব বললেন, এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হল, আমাকে যদি তখন এসব বলা হত তাহলে আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি এই সাবলিল অনুবাদই আধা পারার মত যতটুকুই পড়েছি এর কারণে এখন পর্যন্ত আমি আমার মাঝে কুরআন বুঝার বিষয়ে এক বিশেষ প্রভাব অনুভব করি।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১)

(২) মৌলবী শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব বলতেন, আমাদের জামাতের সদস্যদের উচিত কমপক্ষে তিনবার আমার পুস্তক পড়া। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আমার পুস্তক অধ্যায়ন করে না তার মাঝে এক ধরণের অহংকার বিদ্যমান। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৭)

(৩) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথম প্রথম কাদিয়ান গিয়েছি তখন এক ব্যক্তি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার ছেলেকে পাঠিয়েছে। সেই ছেলেটি যখন হযরত সাহেবের সাথে করমর্দন করার জন্য সামনে অগ্রসর হল তখন সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হযরত সাহেবের পায়ে হাত লাগাতে উদ্দত হয়েছে। তখন হযরত সাহেব তার পবিত্র হাত দিয়ে তাকে একাজ করতে বারণ করেছেন। আর আমি লক্ষ্য করেছি, হযরত সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি(আ.) অত্যান্ত প্রতাপের সাথে বললেন, নবী-রসূলগণ দুনিয়াতে অংশিবাদিতাকে দূরিভূত করার জন্য আগমন করেছেন আর আমার কাজও শিরক দূরিভূত করা, শিরক প্রতিষ্ঠা করা নয়।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম হাকীম ফজল দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-কে বললেন, হুযূর আপনি আমাকে কুরআন পড়ান। উত্তরে তিনি(আ.) বললেন, ঠিক আছে। হাকীম ফজল দীন সাহেব প্রতিদিন চাশতের সময় মসজিদে মোবারকে আসতেন আর হযরত সাহেব তাকে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কিছুটা পড়িয়ে দিতেন। এটি কয়েকদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এরপর বন্ধ হয়ে যায়। এটি সাধারণভাবে কোন দরস ছিল না, শুধুমাত্র সাবলীল অনুবাদ পড়িয়ে দিতেন আর এই ঘটনা মসীহ দাবীর যুগের প্রথম দিকের ঘটনা।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৩)

আস্‌সালামু আলাইকুম বলা

(১) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) সালামের বিষয়ে এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, আমি বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছি, হুযূর যদি কয়েক মিনিটের জন্যও যদি সভা থেকে উঠে ঘরে যেতেন প্রতিবারই যেতে এবং আসতে 'আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেন'। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৩)

(২) মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কোন একটি বিষয় বা উদ্ধৃতির কাজ মিঞা মেরাজ দীন সাহেব, উমর লাহোরী এবং আরো কয়েকজনকে অর্পন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে মিঞা মেরাজ দীন সাহেব ছোট ছোট চিরকুট লিখে বার বার হযরত সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন আর হযরত সাহেব উত্তর দিতেন যে, এটা খুঁজ বা উমুক পুস্তকে দেখ ইত্যাদী ইত্যাদী। অন্য এক সময় মিঞা মেরাজ দীন সাহেব একটি চিরকুট লিখে হযরত সাহেবকে পাঠান এবং হযরত সাহেবকে সম্বোধন করে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' না লিখেই নিজের কথা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু বার বার এমন চিরকুট আদান প্রদান হচ্ছে তাই তাড়াহুড়ায় তিনি এটি খেয়াল করেন নি যে, আস্‌সালামু আলাইকুম লেখা উচিত ছিল। হযরত সাহেব যখন ভেতর থেকে এর উত্তর লিখে পাঠিয়েছেন তখন শুরুতেই লিখেছেন, আপনার আস্‌সালামু আলাইকুম লেখা উচিত ছিল।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা- ২৯৯)

(৩) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম এ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল, তিনি তাঁর সকল চিঠি-পত্রে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' লিখতেন এবং চিঠির শেষে স্বাক্ষর করে তারিখও লেখে দিতেন। আমি তাঁর কোন চিঠি বিসমিল্লাহ্ ও সালাম এবং তারিখ ছাড়া দেখি নি। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৯)

(৪) মীর শফী আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর মাঝে একটি বিশেষ গুণ দেখেছি আর তা হল, যতবারই হুযূর বাইরে যেতেন আমি দৌড়ে গিয়ে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতাম এবং করমর্দন করার জন্য হাত প্রসারিত করতাম। হুযূর সংগে সংগে নিজের হাত আমার হাতে এমনভাবে দিয়ে দিতেন যেন সেই হাতে কোন শক্তিই নেই বা এই হাত এখন পুরোপুরি আমাকে সপে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যা চাও এখন এই হাতের সাথে কর। আমি তাঁর হাত নিয়ে অনেক চুমু খেতাম, চোখে লাগাতাম এবং মাথায়ও বুলাতাম কিন্তু হুযূর কিছুই বলতেন না। দিনে অসংখ্য বার এমন করতাম কিন্তু তিনি(আ.) একবারও বলতেন না যে, "তোমার কী হয়েছে এখনই তো করমর্দন করলে? পাঁচ মিনিট পর পর করমর্দন করার কী প্রয়োজন"? (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৫)

(৫) কাশ্মির নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই কোন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সালাম দিত তখন হুযূর সাধারণত তার দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার সাথে সালামের উত্তর দিতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬০)

(৬) মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বললেন, আমার সাথে হাসপাতালে এক ইংরেজ বয়স্কা (বুড়ো) মহিলা ডাক্তার কাজ করে আর সে যেকোন সময় এসে আমার সাথে করমর্দন করে এ বিষয়ে নির্দেশনা কী? হযরত সাহেব উত্তর দিলেন, এটি জায়েয নয়। আপনার স্পষ্ট অপারগতা জানিয়ে দেয়া উচিত, আমাদের ধর্মে এটি জায়েয তথা বৈধ নয়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০১)

(চলবে)

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(৫ম ও শেষ কিস্তি)

অবিচলতা এবং সততা ও নিষ্ঠা

(১) আর্যদের ‘ইন্দ্র’ নামে একটি পত্রিকা ছিল যা লাহোর থেকে প্রকাশিত হত। হুযূর (আ.)-এর মৃত্যুতে এই পত্রিকা লিখেছে:

“মির্যা সাহেব তাঁর একটি গুণে মুহাম্মদ সাহেবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখতেন আর সেই গুণটি হল অবিচলতার গুণ। তা যে উদ্দেশ্যেই থাকুক না কেন। তবে যতটুকু ধৈর্য হারা হয়েছেন তা আমাদেরই ভুলের কারণে ছিল। আর আমরা আনন্দিত, তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অবিচলতায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং শত বিরোধিতা সত্ত্বেও সামান্যতমও বিচ্যুত হন নি।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫)

(২) ‘আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম’-এর ২৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে দায়ের কৃত মামলার কথা বলতে গিয়ে বলেন: “এই অধম ইসলামের সপক্ষে আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাহোর নিবাসী রালিয়ারাম নামী এক খ্রিস্টান উকিলের ছাপাখানা থেকে একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য একটি প্যাকেটে করে পাঠাই যার দু’পাশ উন্মুক্ত ছিল আর এই প্যাকেটেই একটি চিঠিও দিয়ে দেই। উল্লেখ্য, এই ব্যক্তির নিজস্ব একটি পত্রিকাও প্রকাশ হত। যাইহোক, চিঠিতে এমন কিছু বাক্য ছিল যেগুলো ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এই প্রবন্ধটি ছাপার জন্য জোরও দেয়া হয়েছিল। এজন্য সেই খ্রিস্টান বিরোধী ধর্মের হবার কারণে উত্তেজিত হয়ে গেল। আর কাকতালিয়ভাবে সে শত্রুতামূলক আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর এমন অপরাধের শাস্তি ডাক আইন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের জেল। অতঃপর সে ডাক অফিসারকে অবগত করে মামলা দায়ের করে দেয়। ...এই অপরাধের ভিত্তিতে জেলার প্রাণকেন্দ্র গুরদাসপুরে আমাকে ডাকা হল এবং যে উকিলের সাথে এই মামলার বিষয়ে পরামর্শ করা হল তাদের সবাই একটিই পরামর্শ দিল অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর বুঝালো, এভাবে বলে দিন যে, আমি প্যাকেটে কোন চিঠি দেই নি রালিয়ারাম নিজেই হয়ত এটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর স্বান্ত্বনাও দিয়ে বলল, এমন বিবৃতি দিয়ে দিলে কিছু সাক্ষীর মাধ্যমে রায় হয়ে যাবে। আর দু’চারটি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবেন অন্যথায় মামলার অবস্থা খুবই কঠিন এই পন্থা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু আমি তাদের সবাইকে উত্তরে বলেছি, আমি কোন অবস্থাতেই সততা বিসর্জন দিতে পারবো না এতে যা হয় হবে। তখন সেদিনই বা পরের দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে উপস্থিত করা হল। আর আমার বিপরীতে ডাক বিভাগের অফিসার সরকারী বাদী হিসাবে উপস্থিত হল। তখন আদালতের বিচারক নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিখলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করলেন যে, “এই চিঠি কি আপনি এই প্যাকেটে রেখেছিলেন, এই প্যাকেট আর এই চিঠি উভয়ই কি আপনার?” তখন আমি কালবিলম্ব না করে নিদ্বিধায় উত্তর দিলাম, “এটি আমারই চিঠি এবং প্যাকেটও আমার। আমি এই চিঠিকে প্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে পোস্ট করেছিলাম কিন্তু আমি সরকারের কোন ক্ষতি সাধনের জন্য অসদুদ্দেশ্যে এটি করি নি বরং আমি এই চিঠিটিকে এই প্রবন্ধেরই অংশ মনে করেছি আর এতে আমার ব্যক্তিগত কোন কথা নেই। একথা শোনামাত্রই সেই ইংরেজের হৃদয়কে আল্লাহ তালা আমার সপক্ষে করে দেন আর আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের অফিসার অনেক হৈ চৈ করেন। আর ইংরেজীতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতাও করেছে যা আমি বুঝিও নি কিন্তু আমি এতটুকু বুঝতে পারছিলাম, প্রত্যেক বক্তব্যের পর আদালতের বিচারক ‘নো’ ‘নো’ বলে তার কথাকে রদ করছিলেন। অবশেষে যখন সেই বাদী অফিসার যখন তার সকল বিবৃতি উপস্থাপন করে দিল তখন বিচারক রায় লেখার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সম্ভবত এক বা দুই লাইন লিখে আমাকে বললেন, আপনি যেতে পারেন। এটি শুনে আমি আদালত কক্ষ থেকে বের হলাম এবং আমার প্রতি সত্যিকার অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। ...আমি ভালোভাবে জানি, তখন সততার কল্যাণেই খোদা তা’লা এই আপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।” (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ২৯৭-২৯৮)

(৩) আয়েনায়ে কামালাতে ইসলামে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেন, “আমার ছেলে সুলতান আহমদ এক হিন্দুর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীনভাবে নালিশ করেছে যে, সে আমাদের জমিতে বাড়ি বানিয়েছে আর এজন্য সে বাড়ি উচ্ছেদের দাবী জানিয়েছিল। তার মামলার বর্ণনায় একটি বিষয় ভুল ছিল যে ভুলের কারণে মামলাটি খারিজ হয়ে যেতে পারে। আর মামলাটি যদি খারিজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে শুধু সুলতান আহমদকেই নয় আমাকেও ক্ষতির শিকার হতে হত। বিবাদী পক্ষ

এই সুযোগে আমার সাক্ষী লিখে দেয় তাই আমি বাটালা যাই ... তখন সুলতান আহমদের উকিল আমার কাছে এসে বলল, দেখুন এখনই মামলা পেশ হবে আপনি কী বয়ান দিবেন? আমি বললাম, আমি তো সত্যিকার অর্থে যা ঘটেছে তা-ই বলব আর সত্য কথা বলব। একথা শুনে সে বলল, তাহলে আপনার আর কাচারিতে যাওয়ার কী দরকার, আমি গিয়ে এই মামলা প্রত্যাহার করি। অতএব, এই মামলাটি আমি নিজ হাতে শুধুমাত্র সত্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভেস্তে দিয়েছি এবং সত্য কথা বলাকে 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য' প্রাধান্য দিয়েছি আর এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিরও কোন তোয়াক্কা করি নি। (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ৩০০)

সংযত দৃষ্টি

(১) মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, বাইরে পুরুষের মাঝেও হযরত সাহেবের অভ্যাস ছিল, তিনি দৃষ্টি সর্বদাই অধঃনমিত রাখতেন আর এদিক সেদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। অনেক সময় এমনও হত, প্রাত:ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি কোন খাদেমের কথা নাম পুরুষসূচক সর্বনাম ব্যবহার করে বলতেন অথচ সেই খাদেম তাঁর সাথেই হাঁটছেন। কেউ যখন তাঁকে বলে দিতেন তিনি বুঝতেন যে, সেই ব্যক্তি আসলে তার পাশেই আছেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৩)

(২) মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কয়েকজন খাদেমকে সাথে নিয়ে ছবি তুলছিলেন। ফটোগ্রাফার তাঁকে সবিনয়ে বলতেন, হুযূর একটু চোখ খুলে রাখুন নইলে ছবি ভালো আসবে না তখন একবার তিনি কষ্ট করে কিছু সময়ের জন্য তুলনামূলক একটু বেশী খুলেছেন কিন্তু ক্ষণিকের মাঝেই আবার অধঃনমিত হয়ে যায়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪০৪)

খোদার সিংহ

(১) মৌলভী সায়্যেদ মুহাম্মদ সারোয়ার শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, গুরুদাসপুরে যে দিনগুলোতে করম দীনের সাথে মামলা চলছিল সেসময় হুযূর মামলার তারিখের দু'দিন পূর্বে আমাকে গুরুদাসপুর পাঠান। ...আমি যখন গুরুদাসপুর বাড়ির সামনে আসলাম তখন নিচে থেকে মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে ডাক দিয়ে বললাম, তিনি যেন নিচে এসে দরজা খুলেন। আমার ডাক দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তার সাহেব অস্থির হয়ে কান্না-কাটি ও হৈ চৈ শুরু করে দিলেন। অবশেষে তিনি চোখের পানি মুছে নিচে আসেন। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মুহাম্মদ হুসাইন মুন্সী এসে আমাকে বলেছে, সম্প্রতি এখানে আর্যদের সভার সাধারণ কার্যক্রমের পর তারা ঘোষণা করেছে, এখন আপনারা চলে যান আমরা একান্তে কিছু আলোচনা করব। আমিও চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার এক আর্য বন্ধু আমাকে বলল বস, আমিও সাথে যাব। তাই আমি সেখানেই এক পাশে বসে গেলাম। তখন আর্যদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে মেজিস্ট্রেটকে মির্যা সাহেবের নাম নিয়ে বলল, এই ব্যক্তি আমাদের চরম শত্রু আর আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। সে এখন আপনার হাতে শিকার হিসাবে আছে আর পুরো জাতি আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি যদি এই শিকারকে হাত থেকে যেতে দেন তাহলে আপনি পুরো জাতির শত্রু হয়ে যাবেন। একথা শুনে মেজিস্ট্রেট উত্তর দিল, আমি তো প্রথম থেকেই চিন্তা করে রেখেছি, সম্ভব হলে শুধু মির্যাকেই নয় বরং তার সঙ্গি-সাথি এবং সাক্ষীদেরও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু কী করব, মামলা এমন সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, এতে হাত দেয়ার কোন জায়গা পাচ্ছি না। কিন্তু এখন আমি অঙ্গীকার করছি, যা-ই হোক না কেন এই প্রথম শুনানিতেই আমি আদালতী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করব। মুহাম্মদ হুসাইন আমাকে বলেছে, এর অর্থ হল, প্রত্যেক মেজিস্ট্রেটের অধিকার থাকে, শুরুতেই বা মামলা চলাকালিন সময়ে যখনই সে চায় অভিযুক্তকে জামানত গ্রহণ না করে গ্রেফতার করে হাজতে দিয়ে দিতে পারে।" এরপর মির্যা সাহেব গুরুদাসপুর আসলেন। আমি পুরো ঘটনা তাঁকে শুনালাম অর্থাৎ কীভাবে আমি এখানে এসে ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলাম এরপর কীভাবে ডাক্তার সাহেব মুন্সী মুহাম্মদ হুসাইনের আসার ঘটনা শুনিয়েছে এবং এরপর মুহাম্মদ হুসাইন কী ঘটনা শুনিয়েছে– এসব হুযূর নীরবতার সাথে শুনছিলেন। আমি যখন ঘটনা বলতে বলতে শিকার-এর শব্দে পৌছলাম তখন তিনি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আবার বসলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হল এবং চেহারা রক্তিম বর্ণের হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি তাঁর শিকার? আমি তার শিকার নই আমি সিংহ শুধু তা-ই নয় আমি খোদার সিংহ। সে খোদার সিংহের উপর কীভাবে হাত দিতে পারে? এমনটি করে তো দেখুক। হুযূর কয়েকবার খোদার সিংহ শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং তখন চোখ যা কিনা সব সময় অধঃনমিত ও বন্ধ প্রায় থাকত সত্যিকার অর্থেই সিংহের ন্যায় খুলে আগুনের মত জ্বল জ্বল করছিল। এরপর তিনি বলেন, আমি কী করব? আমি তো খোদার সামনে নিবেদন করেছি, আমি তোমার ধর্মের জন্য নিজের হাত এবং পায়ে লোহার বেড়ী পরার জন্য প্রস্তুত আছি কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, না, আমি তোমাকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করব এবং সসম্মানে মুক্তি দান করব। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭)

ব্যক্তিত্ব

(১) মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি সকালে প্রাতঃভ্রমণে বাইরে যেতেন। খাদেমরাও তাঁর সাথে যেত এবং এক মাইল বা দুই মাইল পর্যন্ত চলে যেতেন। দ্রুত গতীতে হাঁটা তাঁর অভ্যাস ছিল। কিন্তু একই সাথে তার দ্রুত হাঁটার মাঝেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বজায় থাকত। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১)

বিরক্ত না হওয়া

(১) শেঠী গোলাম নবী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মরহুম মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি সাহেব বলেন, মানুষ হযরত সাহেবকে খুবই বিরক্ত করত আর বার বার দোয়ার জন্য চিরকুট লিখে

পাঠাত যা ব্যস্ততার সময়ে বাধার কারণ হত। আমি চিন্তা করলাম, আমিই হুযূরকে সবচেয়ে বেশী বিরক্ত করি তাই হয়ত বিরক্তীর লক্ষ্যস্থল আমিই। তাই আমি তখনই হুযূরে খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হুযূর যদি আমাদের এসব কাজে বিরক্ত হন তাহলে আমরা এমনটি আর করব না। হুযূর উত্তরে বললেন, না, না বরং তোমরা বার বার লিখ যত বেশী স্মরণ করাবে ততই ভালো। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৪)

(২) মীর শফী আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর মাঝে একটি বিশেষ গুণ দেখেছি আর তা হল, যতবারই হুযূর বাইরে যেতেন আমি দৌড়ে গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতাম এবং করমর্দন করার জন্য হাত প্রসারিত করতাম। হুযূর সংগে সংগে নিজের হাত আমার হাতে দিয়ে দিতেন। দিনে অসংখ্য বার এমন করতাম কিন্তু তিনি(আ.) একবারও বলতেন না যে, তোমার কী হয়েছে এখনই তো করমর্দন করলে, পাঁচ মিনিট পর পর করমর্দন করার কী প্রয়োজন? (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৫)

কাউকে 'তুই' বলে সম্বোধন না করা

(১) ফয়জুল্লাহ চক নিবাসী হাফেজ নবী বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূরের অভ্যাস ছিল, ছোট বড় কাউকে তিনি 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন না। অথচ আমি ছোট বাচ্চা ছিলাম এরপরও আমাকে হুযূর 'তুই' বলে সম্বোধন করেন নি। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৩)

দোয়া করার পদ্ধতী

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব যখন কোন সভায় বয়াতের পর বা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে দোয়া করতেন তখন তাঁর দুই হাত মুখের খুবই কাছাকাছি থাকত এবং কপাল ও চেহারা হাত দিয়ে ঢেকে যেত। আর যদি অন্য কোনভাবে বসে থাকতেন তাহলে দোয়ার সময় তিনি হাটু বিছিয়ে সোজা হয়ে বসে যেতেন। এটি দোয়ার ক্ষেত্রে হুযুরের খোদার প্রতি আদব ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৬)

গাড়ীতে মুসাফেরদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া

(১) মৌলভী গোলাম হুসাইন ডোঙ্গী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হুযূরের সাথে রেলগাড়ীতে সফর করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। মানুষ সাধারণত রেলগাড়ীতে চড়ে বহিরাগত মুসাফেরদের সাথে তিরস্কারমূলক আচরণ করে। সে সময়ও কিছু সাথি তেমনই আচরণ করছিল আর তাদের মাঝে এই অধমও ছিলাম। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) মুসাফেরের জন্য জায়গা খালি করে দিলেন আর আমাকে সম্বোধন করে বললেন, উত্তম নৈতিকতা দেখানোর এটাই সুযোগ। এতে আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। এটি তাঁর উন্নত নৈতিক গুণাবলীর একটি অতি নগণ্য উদাহরণ। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

কাদিয়ানে বার বার আসার তাগিদ

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে বার বার আসার জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮৮)

সামগ্রীক নৈতিক গুণের অধিকারী

(১) হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নৈতিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি পরম দয়াবান ও স্নেহশীল ছিলেন। দানশীল ও অতিথী পরায়ণ ছিলেন। তিনি নির্ভিক ছিলেন অর্থাৎ বিপদের সময় মানুষ যখন হাল ছেড়ে বসে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে তিনি সিংহের ন্যায় সামনে এগিয়ে যেতেন। তিনি ক্ষমা, উপেক্ষা, কল্যাণকামিতা, সততা, বিনয়, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, উদার, লজ্জা, দৃষ্টি সংযত রাখা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম, স্বল্পে তুষ্টতা, বিশ্বস্ততা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, স্নেহশীলতা, খোদার সম্মান প্রদর্শন, রসূল এবং বুযুর্গানে দীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সহিষ্ণুতা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন, অধিকার আদায় করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, কর্মক্ষমতা, সহমর্মিতা, ধর্মের প্রচার করা, তরবিয়ত করা, সমাজে উত্তমভাবে বসবাস করা, অর্থে অনিহা, ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা, প্রাণবন্ত ও কৌতুক করা, গোপনীতা রক্ষা করা, আত্মাভিমান, অনুগ্রহ করা, মর্যাদার খেয়াল রাখা, সুধারণা রাখা, সাহসিকতা ও অবিচলতা, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, নির্মল চিত্ততা, ক্রোধ সংবরণ করা, শৃঙ্খলা, জ্ঞান ও মারেফাতের প্রসার ঘটানো, খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রেম, রসূলের পূর্ণ আনুগত্য- এসব বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য ছিলেন। এগুলো ছিল তার সংক্ষিপ্ত নৈতিকতা ও স্বভাব।...."

"অধৈর্য, বিদ্বেষ, হিংসা, অন্যায়, শত্রুতা, নোংরামী, জগতের মোহ, অকল্যাণকামিতা, গোপনীয়তা ভঙ্গ করা, গীবত, মিথ্যা, অকৃতজ্ঞতা, অহংকার, হীনমন্যতা, কৃপণতা, বক্রতা ও ছিদ্রান্বেষণ, হীনমন্যতা, চাতুরতা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ, ব্যর্থতা, অলসতা, নৈরাশ্য, লোকদেখানো, মানুষকে কষ্ট দেয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, কুধারণা করা, আত্মাভিমান না থাকা, অপবাদ আরোপ করা, প্রতারণা করা, অপব্যায় করা, অসাবধনতা করা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, অবিচল না থাকা, জেদীপনা, অবিশ্বস্ততা, সময় নষ্ট করা– এসমস্ত বিষয় থেকে তিনি কয়েক ক্রোশ দূরে থাকতেন।

তিনি (আ.) নিয়মিত বাজামাত নামায আদায় করতেন, তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, দোয়ায় অগাধ বিশ্বাস রাখতেন, অসুস্থ বা সফরে না থাকলে অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন, সরল সাদা সিদে জীবনাচার ছিল, কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে পারতেন, সারা জীবন জিহাদ করেই অতিবাহিত করেছেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭৫)